রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

অক্টোবর-২০২১

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

অক্টোবর মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **৩৪৬** টি। নিহত **৪০৭** জন এবং আহত **৫৪১** জন। নিহতের মধ্যে নারী **৫৬**, শিশু **৪৮**। **১৪৪**টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত **১৬৭** জন। দুর্ঘটনায় **১০২** জন পথচারী নিহত হয়েছে। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **৪৯** জন।

এই সময়ে **৭**টি নৌ-দুর্ঘটনায় **১১** জন নিহত এবং **৬** জন নিখোঁজ রয়েছে। **১৯**টি রেলপথ দুর্ঘটনায় **২১** জন নিহত এবং **৪** জন আহত হয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৭টি জাতীয় দৈনিক, **৫**টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়- মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী **১৬৭** জন, বাস যাত্রী **২৯** জন, ট্রাক-পিকআপ-কাভার্ডভ্যান-ট্রাক্টর-ট্রলি যাত্রী **২২** জন, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার যাত্রী **৭** জন, থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-টেম্পু-লেগুনা) **৬০** জন, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-বোরাক-মাহিন্দ্র-টমটম) **১৬** জন এবং প্যাডেল রিকশা-রিকশাভ্যান-বাইসাইকেল আরোহী **৪** জন নিহত হয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে **১৪৮**টি জাতীয় মহাসড়কে, **১২০**টি আঞ্চলিক সড়কে, **৪৭**টি গ্রামীণ সড়কে, **২৭**টি শহরের সড়কে এবং অন্যান্য স্থানে **৪**টি সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনাসমূহের **৭৩**টি মুখোমুখি সংঘর্ষ, **১১৯**টি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, **১০৪**টি পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, **৪৩**টি যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং **৭**টি অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা **১১৩১**টি। (ট্রাক **১০৩**, বাস **৭৭**, কাভার্ডভ্যান **৮**, পিকআপ **১৫**, ট্রলি **৫**, লরি **৬**, ট্রাক্টর **৯**, মাইক্রোবাস **৯**, প্রাইভেটকার **৮**, এ্যাম্বুলেন্স **৪**, পুলিশ পিকআপ **১**, কার্গো ট্রাক **২**, লং ভেহিকেল **১**, মোটরসাইকেল **১৫৬**, থ্রি-হুইলার **৯৩** (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা-টেম্পু), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন **২৩** (নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-বোরাক-মাহিন্দ্র-টমটম-মেসিগাড়ি-আলগানন) এবং প্যাডেল রিকশা-বাইসাইকেল **৯**টি।

সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে **১৫**, সকালে **৯৮**, দুপুরে **৬১**, বিকালে **৮০**, সন্ধ্যায় **২১** এবং রাতে **৭১**।

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে দুর্ঘটনা **৭৬**, প্রাণহানি **৯১**, রাজশাহী বিভাগে দুর্ঘটনা **৫৭**, প্রাণহানি **৫৯**, চট্টগ্রাম বিভাগে দুর্ঘটনা **৫৯**, প্রাণহানি **৮৩**, খুলনা বিভাগে দুর্ঘটনা **৩২**, প্রাণহানি **৩৭**, বরিশাল বিভাগে দুর্ঘটনা **৩৫**, প্রাণহানি **৪৫**, সিলেট বিভাগে দুর্ঘটনা **২৮**, প্রাণহানি **২৫**, রংপুর বিভাগে দুর্ঘটনা **২৬**, প্রাণহানি **২৮** এবং ময়মনসিংহ বিভাগে দুর্ঘটনা **৩৩**, প্রাণহানি **৩৯** জন।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহ:

১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা; ৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহঃ

১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে;
৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা রাস্তা (সার্ভিস লেন) তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ১০. "সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮" বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

মন্তব্যঃ ট্রাক ও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ড্রাইভারদের বেপরোয়া গতিতে ট্রাক চালানো এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও যুবকদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানোর কারণে তারা নিজেরা দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে এবং অন্যান্য যানবাহনকে আক্রান্ত করছে। পথচারী নিহতের মাত্রাও চরম উদ্বেগজনক পর্যায়ে। পথচারীরা যেমন সড়কে নিয়ম মেনে চলে না, তেমনি যানবাহনগুলোও বেপরোয়া গতিতে চলে। ফলে পথচারী নিহতের ঘটনা বাড়ছে।

এই প্রেক্ষাপটে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনো উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। **"সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮"** বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে মূলত সড়ক পরিবহন খাতের নৈরাজ্য ও অব্যবস্থাপনার কারণে। এই অবস্থার উন্নয়নে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
প্রয়োজনেঃ **০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬**